হবে—তা … আমাদের অবহিত হতে … দর্শনের উৎস স্বরূপ ছিল।

পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা শুরু আয়োনীয় (গ্রীক) দর্শন (৬০০-৪০০ খ্রিঃ পূ) থেকে। এই সময়টি কৃষ্টির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের পেছনে আছে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ইতিহাস। গ্রীক বণিকগণ বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিখ্যাত কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। তারপর এই সুপ্রাচীন সভ্যতা থেকে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মেধাবী গ্রীক জনগণ শিক্ষা লাভ করেছিল এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিতও হয়েছিল। এই ভাববিনিময়ের দ্বিতীয় ফল হল, গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে পুরোনো শাখা আয়োনীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এদের মধ্যে Thales, Anaximander এবং Anaximens বিশ্ব সৃষ্টির উৎস সন্ধানে আবিষ্কার করলেন সৃষ্টির মূল উপাদানগুলি যেমন, জল, আগুন, বাতাস ও মাটি। এর এক শতাব্দী আগেই আমরা উপনিষদের দার্শনিকগণকেও প্রশ্ন করতে দেখি 'বিশ্বের মূল উপাদান কী?....'যে এককে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যায়?' এই আয়োনীয় (Ionics) দার্শনিকরা সৃষ্টি রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এরজন্য কোনো সৃষ্টি কর্তাকে খাড়া করেননি। তাঁদের সমসাময়িক চার্বাক ও বুদ্ধও ভারতে সৃষ্টি কর্তা বিধাতা সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন না। এই আয়োনীয় দার্শনিকগণই পাশ্চাত্য দর্শনকে বিকশিত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন।

আয়োনীয় সম্প্রদায়

এরপর যিনি বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করলেন তিনি বিখ্যাত দার্শনিক ও সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তাঁর নাম পিথাগোরাস (Pythagoras—562-493B.C.)। তিনি বললেন—জড়জগৎ মূল তত্ত্ব নয়, তার কোনো সূক্ষ্ম রূপও নেই। মূলতত্ত্ব আকৃতি নির্ভর এবং সংখ্যা দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায়। এই ভাবেই জ্যামিতি ও গণিতের প্রচলন হল। তাঁর সম্প্রদায় প্রথম বলেছিলেন—পৃথিবী একটি গ্রহ। Copernicus এই পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই প্রথম তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করেন।

Pythagoras

এর পরের পর্যায়ে যাঁরা দর্শনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা হলেন Eleatics, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জেনোফেনস (Zenophanes), পারমেনাইডিস (Parmenides) এবং জেনো (Zeno)। এঁদের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৬ থেকে ৪৯০ পর্যন্ত)। এই সম্প্রদায়ে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এদের দর্শনে যুক্তিবাদ (Reason) ইন্দ্রিয়সংবেদন এর (Senses) থেকে উচ্চস্থান পেয়েছে। এদের মতে শূন্য থেকে কোনো সৃষ্টি হতে পারে না। (Ex nihilo nihil fit অর্থাৎ out of nothing nothing comes)। সত্তা বা **Being** এর অস্তিত্বের কথা এঁরাই প্রথম বলেন। জেনো দ্বন্দ্ববাদ বা **Dialectis** এর প্রবক্তাও বটে। এঁদের বাস ছিল দক্ষিণ ইতালীর Elea নামে একটি শহরে। তাই এঁরা Eleatics নামে পরিচিত।

Zeno Phaner, Parmenides এবং Zeno

Scanned with CamScanner

এরপর এলেন দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে হেরাক্লিটাস (Heraclitus—535-475 BC), **Empedocles** (494-434 B.C) এবং **Democritus** (420-370 B.C) এর নাম উল্লেখযোগ্য। **Heraclitus** আগুনকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান রূপে গ্রহণ করলেন এবং আগুনের মত সব কিছুই পরিবর্তনশীল। আগুন যেমন জ্বলে ও নেভে তেমনি জীবন, জগৎ কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। Empedocles মূল চারটি উপাদান যেমন—জল, আগুন, বাতাস ও মাটির সমন্বয়ে একটি সুসামঞ্জস্য (harmony) এর কথা বললেন। Empedocles বিশ্বপ্রক্রিয়াকে (world process) চক্রাকার (cyclic) বলে বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির মূল উপাদানগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে, যখন সুসংহতি আসে, তখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় আবার বিশৃঙ্খলা এলেই ধ্বংস হয়। সামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলা (harmony and Discord) এর মত ভালবাসা এবং ঘৃণা (love and hate) এই সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথা, সৃষ্টি ও ধ্বংস, চক্রাকারে ঘুরছে—এর আদিও নেই, অন্ত নেই—Empedocles এর বক্তব্যের মূল এইটি। Empedocles আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। **Democritus** গ্রীক দর্শনকে উপহার দিলেন তাঁর পরমাণুবাদ। Empedocles এর মতে অতোমন বা **atom** অবিভাজ্য, অভেদ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদান এইটি। **Anaxagoras**ও বস্তুবাদী ছিলেন। তিনিও মনে করতেন—সৃষ্টি ও ধ্বংস বলে কিছু নেই—সব উপাদানগুলিই থাকে, শুধু তাদের মিশ্রণ ও বিমিশ্রণ সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল কারণ। Anaxagoras দর্শনে উদ্দেশ্যমুখিনতা (teleological) রূপনীতির কথা প্রথম বললেন এবং মনের সদর্থক ভূমিকারও উল্লেখ করলেন।

Haraclitus

Empedocles

Scanned with CamScanner